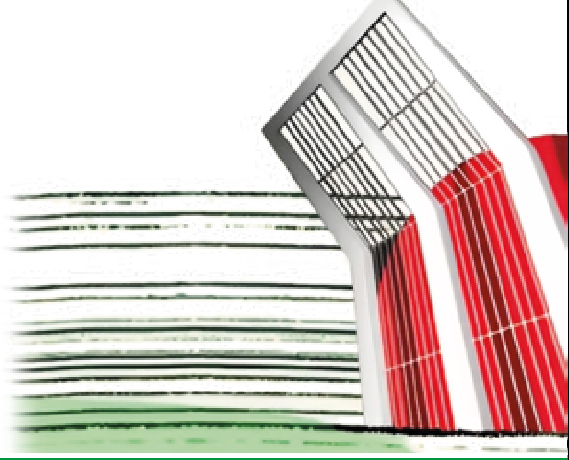

১২তম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা

মাতৃভাষা-বার্তা

এপ্রিল-জুন ২০২৫

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) বিশ্বের ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। স্মর্তব্য যে, ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার ফলে বিশ্বের বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাসমূহের সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার ফলে মাতৃভাষার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালির অতুলনীয় আত্মদানের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বিশ্বময় পরিচিতি লাভ করেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ অর্জনের ফলে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষী উজ্জীবিত এবং মাতৃভাষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে অনুপ্রাণিত হয়েছে। এ স্বীকৃতি অর্জনে প্রাথমিক পর্যায়ে কানাডা প্রবাসী প্রয়াত রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম এবং কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক সংগঠন 'Mother Language Lovers of the World Society' (বিশ্ব মাতৃভাষা প্রেমিকগোষ্ঠী) সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণার জন্য ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ প্রেক্ষাপটে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ ঢাকার সেগুনবাগিচায় জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাকাল ২০১০ সাল এবং সে বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি ইনস্টিটিউট ভবনের শুভ উদ্বোধন হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৬ সালের ১২ই জানুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা সংগ্রহ, নথিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি থেকে মাতৃভাষাপিডিয়া (বাংলা ও ইংরেজি); বহুভাষী পকেট অভিধান (ভাষা ১৬টি); বিভিন্ন নৃভাষার অভিধান; অনুবাদ গ্রন্থ; মৌলিক গ্রন্থ; মাতৃভাষা পত্রিকা; অন্যান্য প্রকাশনা; শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্মরণিকা; বার্ষিক প্রতিবেদন; ভাষা তথ্য-সংগ্রহ প্রতিবেদন; উপভাষাভিত্তিক কর্মশালার প্রতিবেদন; সেমিনার পুস্তিকা/প্রতিবেদন; বিশেষ পুস্তিকা; মাতৃভাষা-বার্তা (বাংলা); Mother Language Journal; Annual Report; IMLI News Letter ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। এছাড়া প্রতি তিন মাস অন্তর প্রতিষ্ঠানটির আয়োজিত সব ধরনের কার্যক্রমের তথ্য 'মাতৃভাষা বার্তা'য় প্রকাশিত হয়। এই ত্রৈমাসিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গবেষণা, প্রকাশনা, সংবাদ ও তথ্য সম্পর্কিত বিষয় ও সংশ্লিষ্ট আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়। এটি সরকারের রাজস্ব খাতের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সরকার কর্তৃক জারিকৃত এপিএ নির্ধারিত কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন, প্রশাসনিক সব ধরনের কার্যক্রমের তথ্য ত্রৈমাসিক বার্তায় প্রকাশিত হয়ে থাকে।

এ সংখ্যায় ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে গবেষণা, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন, আমাই গ্রন্থাগারের সেবাগ্রহণ, বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভস পরিদর্শন এবং প্রশাসনিক পর্যায়ে যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে সেগুলোর বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিশ্বের ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় বদ্ধপরিকর। বাংলাসহ অন্যান্য ভাষা চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তা পুনরুজ্জীবন, সংরক্ষণ ও নথিবদ্ধকরণ আমাইয়ের মূল লক্ষ্য।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এগুলো হলো:

ক. দাপ্তরিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকাশনা

১. মাতৃভাষা বার্তা;
২. বার্ষিক প্রতিবেদন; এবং
৩. বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন।

খ. গবেষণা পত্রিকা, অভিধান ও বইসমূহ

১. বাংলা গবেষণা জার্নাল;
২. ইংরেজি গবেষণা জার্নাল;
৩. অভিধান বা শব্দকোষ; এবং
৪. বিভিন্ন ধরনের বই (মৌলিক ও অনুবাদ)।

গ. বিশেষ প্রকাশনা

১. একুশের স্মরণিকা
২. বিশেষ সংখ্যা; এবং
৩. প্রতিবেদনসমূহ।

❖ **এপ্রিল-জুন ২০২৫ কালসীমায় এই প্রতিষ্ঠান হতে নিম্নরূপ দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে:**

ক. দাপ্তরিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকাশনা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে (এপ্রিল-জুন, ২০২৫) কালসীমায় দাপ্তরিক কার্যক্রম সংক্রান্ত নিম্নোক্ত প্রকাশনাসমূহ প্রকাশিত হয়েছে। যথা:

১. মাতৃভাষা-বার্তা (জানুয়ারি-মার্চ) ২০২৫
২. মাতৃভাষা পত্রিকা (১১তম বর্ষ: ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০২৫)
৩. Mother Language (Vol.: 8, Issue: 1-2, January-December 2024)
৪. Mother Language (Vol.: 9, Issue: 1, January-June 2025)
৫. বাংলা দাওয়াতপত্রে বিনম্রতা
৬. ভাষা অর্জন প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও তত্ত্ব
৭. বাংলাদেশের কবিতা: ভাষা ও শৈলী (১৯৭২-২০২২)
৮. ভাষা ও গণতন্ত্র: রাষ্ট্র নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা
৯. Teacher-Student Relationship at Secondary Schools in Bangladesh: Perception Attitude and Outcome
১০. খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকসাহিত্য অন্বেষণ
১১. ককবরক ভাষার কবিতা সংকলন
১২. বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তা: নৃতাত্ত্বিক ও জনমিতিক বিশ্লেষণ
১৩. বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন: জাতীয়তাবাদ ও অসম্প্রদায়িক চেতনা

প্রকাশনার বিষয়/শিরোনাম

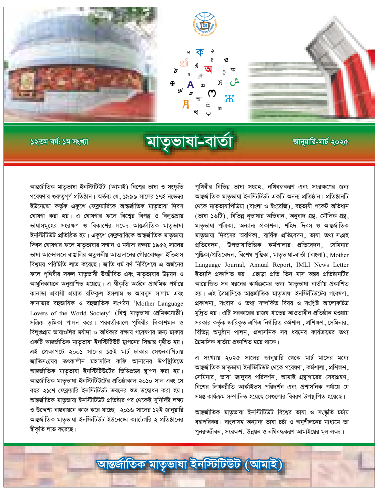

মাতৃভাষা-বার্তা (জানুয়ারি-মার্চ) ২০২৫

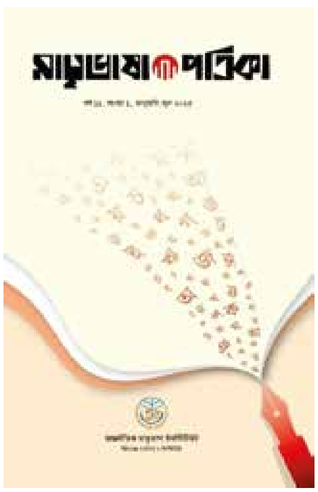

মাতৃভাষা পত্রিকা (১১তম বর্ষ: ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০২৫)

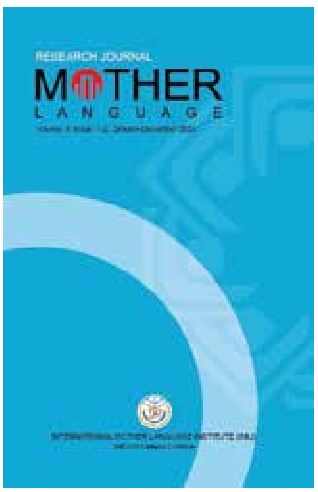

Mother Language (Vol.: 8, Issue: 2, July-December 2024)
&
Mother Language (Vol.: 9, Issue: 1, January-June 2025)

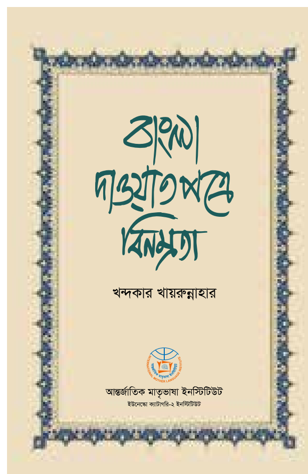

বাংলা দাওয়াতপত্রে বিনম্রতা

ভাষা অর্জন: তত্ত্ব ও স্বরূপ

বাংলাদেশের কবিতা: ভাষা ও শৈলী (১৯৭২-২০২২)

ভাষা ও গণতন্ত্র: রাষ্ট্র নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা

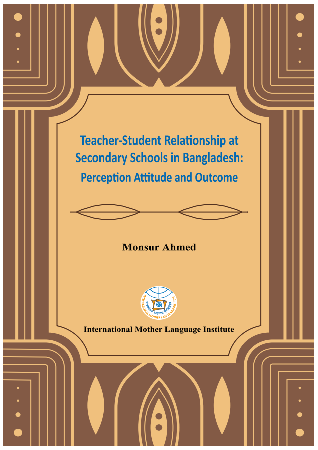

Teacher-Student Relationship at Secondary Schools in Bangladesh: Perception Attitude and Outcome

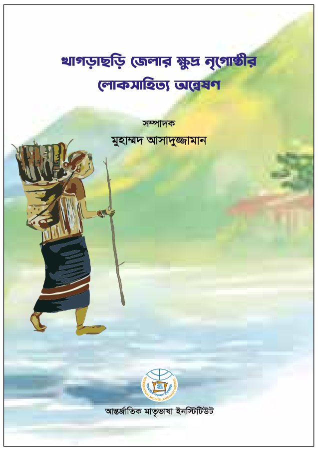

খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকসাহিত্য অন্বেষণ

ককবরক ভাষার কবিতা সংকলন

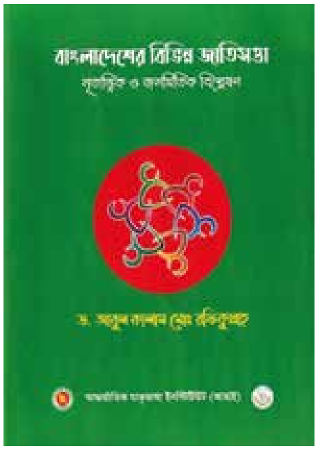

বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তা: নৃতাত্ত্বিক ও জনমিতিক বিশ্লেষণ

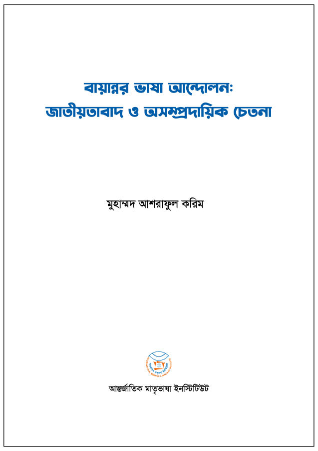

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন: জাতীয়তাবাদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা

গবেষণা বিষয়ক প্রতিবেদন

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গবেষণা নীতিমালা-২০২২' সংশোধন সংক্রান্ত গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আমাইয়ের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে ১৫ই এপ্রিল ২০২৫ তারিখ ইনস্টিটিউটের ৩য় তলার সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং ৩০৭) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'আমাই গবেষণা নীতিমালা ২০২২'-এর বিভিন্ন অনুচ্ছেদ-উপানুচ্ছেদসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও বিশেষজ্ঞ সদস্যগণের মতামত, পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের আলোকে আমাই গবেষণা নীতিমালা সংশোধন করা হয়। সংশোধনকৃত নীতিমালাটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকের গবেষণা অভিসন্দর্ভটি চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এবং ড. মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটে প্রেরণ করা হয়।

১৫ই এপ্রিল ২০২৫ তারিখে সভায় উপস্থিত কমিটির সদস্যগণ

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম আরিফ মাহমুদ গবেষণাকর্মের প্রাথমিক অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রথম সেমিনার ২২শে মে ২০২৫ তারিখ ইনস্টিটিউটের ৪র্থ তলার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবেউপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। সেমিনারে সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব শারমিন জাহান শিমুল, উপপরিচালক (গবেষণা), আমাই।

সেমিনারে গবেষক পাওয়ার-পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করছেন

সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম আরিফ মাহমুদ 'Documentation of the languages of Munda and Mahali communities of the Barind Region of Bangladesh' শীর্ষক গবেষণা বিষয়ের প্রাথমিক কার্যক্রমের সর্বশেষ অবস্থা উপস্থাপন করেন। গবেষণার পটভূমি উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন নৃতাত্ত্বিক ভাষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বব্যাপী ভাষা বিলুপ্তির প্রেক্ষাপটে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণার উদ্দেশ্য বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলে বাসকারী মুন্ডা ও মাহালে সম্প্রদায়ের ভাষাগুলি নথিভুক্ত করা। তাঁর গবেষণার এলাকা বরেন্দ্র অঞ্চল। বিষয় বিশেষজ্ঞ ও তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধের আলোচক হিসেবে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আমাই গবেষককে গবেষণা পদ্ধতি উল্লেখ করার পরামর্শ দেন। তিনি গবেষণাটি সুন্দর ও মানসম্মত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৩০শে জুন ২০২৫ তারিখে সভায় উপস্থিত কমিটির সদস্যগণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গবেষণা বৃত্তির কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্বিক দিক নিয়ে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি সভা আমাইয়ের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে ৩০শে জুন ২০২৫ তারিখ ইনস্টিটিউটের ৩য় তলার সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং ৩০৭) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আমাই পিএইচডি গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকের গবেষণার শিরোনাম পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ফেলোশিপ ও এমফিল গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের গবেষণার সময় বৃদ্ধির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমোদন দেওয়া হয়।

কর্মশালা সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে অনুমোদিত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনের দক্ষতা ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে (এপ্রিল-জুন, ২০২৫ কালসীমায়) নিম্নোক্ত ০২টি (দুই) কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালা-১: "খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকসাহিত্য অন্বেষণ" শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ১৭ই এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার ৯:৩০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা পর্যন্ত খাগড়াছড়ি জেলার সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে "খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকসাহিত্য অন্বেষণ" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৫১ (একান্ন) জন। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। কর্মশালার উদ্বোধন করেন জনাব এ বি এম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার, জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খাগড়াছড়ি জেলা। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ি জেলার স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক নাজমুন আরা সুলতানা এবং অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাসান মারুফ।

"খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকসাহিত্য অন্বেষণ" শিরোনামে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। এছাড়া খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকসাহিত্য নিয়ে ৩টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা, চিংলামং চৌধুরী এবং কৃতি চাকমা। জাবারাং কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক, লেখক ও গবেষক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা "ত্রিপুরা লোকসাহিত্যে নারী" শিরোনামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। পার্বত্য জেলা পরিষদের জনসংযোগ কর্মকর্তা, কবি ও বাচিক শিল্পী চিংলামং চৌধুরীর প্রবন্ধের বিষয় ছিল "মারমা ভাষার লোকছড়া: সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি ও

ভাষার ধারক।" খাগড়াছড়ি সরকারি মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক কৃতি চাকমা "চাকমা লোকসাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে চাকমা লোকসাহিত্যের স্বরূপ তুলে ধরেন। কর্মশালায় দলভিত্তিক কার্যক্রম ও প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

'খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকসাহিত্য অন্বেষণ' শীর্ষক কর্মশালার আলোকচিত্র

কর্মশালা-২: "আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে ই-গভর্ন্যান্স" শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ২৩শে এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে "আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে ই-গভর্ন্যান্স" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ইনস্টিটিউটের ৩৬ (ছত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

'আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে ই-গভর্ন্যান্স' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন আমাইয়ের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য, উদ্বোধন এবং ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আমাই। "আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে ই-গভর্ন্যান্স-এর গুরুত্ব" নিয়ে সেশন পরিচালনা করেন জনাব মোসাম্মৎ রহিমা আক্তার, উপসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। "ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়নে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার" শিরোনামে সেশন পরিচালনা করেন ড. আহমেদুল কবীর, সহযোগী অধ্যাপক, তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের দক্ষতা উন্নয়নে ই-গভর্ন্যান্সের কার্যকারিতা" শিরোনামে গুরুত্বপূর্ণ সেশন পরিচালনা করেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আমাই। সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আমাই।

'আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে ই-গভর্ন্যান্স' শীর্ষক কর্মশালার আলোকচিত্র

প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে অনুমোদিত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনের দক্ষতা ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে (এপ্রিল-জুন, ২০২৫ কালসীমায়) নিম্নোক্ত ০৭টি (সাত) প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ-১: 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ১৫ই এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শীর্ষক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩৬ (ছত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; "ধর্মীয় দৃষ্টিতে শুদ্ধাচারের প্রয়োজনীয়তা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. শামসুল আলম, উপাচার্য, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়; "সেবা নিশ্চিতকরণে শুদ্ধাচারের ভূমিকা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম; "শুদ্ধাচার কৌশল: তাত্ত্বিক ধারণা" বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী; "দাপ্তরিক কাজে সহকর্মীদের সাথে আচরণে শুদ্ধাচারের প্রয়োজনীয়তা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব খিলফাত জাহান যুবাইরাহ; এবং "সরকারি প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচারের প্রয়োজনীয়তা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব শেখ শামীম ইসলাম।

'ধর্মীয় দৃষ্টিতে শুদ্ধাচারের প্রয়োজনীয়তা' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. শামসুল আলম, উপাচার্য, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশিক্ষণ-২: "তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২২শে এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ "তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩৭ (সাঁইত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

'তথ্য অধিকার আইন' শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন এ এস এম আব্দুল হালিম, সাবেক মন্ত্রীপরিষদ সচিব ও চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন; "তথ্য অধিকার আইন" সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; "তথ্য অধিকার আইন: ধারণা ও প্রয়োগ" বিষয়ে আলোচনা করেন দুর্নীতি দমন কমিশন-এর কমিশনার (তদন্ত) জনাব মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী; "তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োজনীয়তা" বিষয়ে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম; "তথ্য অধিকার আইনের সীমাবদ্ধতা" বিষয়ে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী; "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিচালনায় তথ্য অধিকার আইনের ক্ষেত্রসমূহ" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব খিলফাত জাহান যুবাইরাহ; এবং "তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব শেখ শামীম ইসলাম।

'তথ্য অধিকার আইন' শীর্ষক প্রশিক্ষণের চিত্র

প্রশিক্ষণ-৩: "পদ সৃজন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২৭শে এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ "পদ সৃজন" শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩৯ (উনচল্লিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

'পদ সৃজন' শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও “পদ সৃজনের যৌক্তিকরা” সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; “পদ সৃজন, বিদ্যমান পদ বিলুপ্তকরণ, অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ, স্থায়ীকরণ এবং এ সকল আদেশের জিও পৃষ্ঠাঙ্কন” বিষয়ে আলোচনা করেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (ব্যয় ব্যবস্থাপনা-৪) জনাব মোহাম্মদ শওকত উল্লাহ; “পদ সৃজন প্রক্রিয়া ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা” বিষয়ে আলোচনা করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-১) জনাব শাহীন আরা বেগম; “পদ স্থায়ীকরণের বিধিমালা” বিষয়ে আলোচনা করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ) জনাব সাইফুর রহমান খান; এবং “পদ সৃজনের চেকলিস্ট বিশ্লেষণ” বিষয়ে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম।

‘পদ সৃজন’ শীর্ষক প্রশিক্ষণের চিত্র

প্রশিক্ষণ-৪: “সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২১শে মে, ২০২৫ তারিখ “সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৪০ (চল্লিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

‘সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে বক্তব্য প্রদান করছেন আমাইয়ের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও ক্রয় নীতিমালা সংক্রান্ত আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; “প্রাতিষ্ঠানিক বাজেট তৈরির মৌলিক ধারণা” প্রসঙ্গে আলোচনা করেন জনাব লিউজা-উল-জান্নাহ, উপসচিব (বাজেট শাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; “উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি” বিষয়ক আলোচনা করেন জনাব মো. আহসানুল হক চৌধুরী, অতিরিক্ত উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর; “সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মূল বিধানাবলি” বিষয়ে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম; “সমাপনী বক্তব্য” প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী।

‘সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণ-৫: “চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ” শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ১লা জুন, ২০২৫ তারিখ “চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ” শীর্ষক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৬১ (একষট্টি) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

‘চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ’ শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও চাকরির বিধি সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; “সরকারি চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ” প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম; “নির্ধারিত ছুটি বিধানাবলি ১৯৫৯” প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব খিলফাত জাহান যুবাইরাহ; “আমাই প্রবিধানমালা” বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের

উপপরিচালক (সেমিনার, লাইব্রেরি ও আর্কাইভ), জনাব মোঃ আবদুল কাদের; "আউটসোর্সিং নীতিমালা ২০২৫" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব শেখ শামীম ইসলাম; এবং "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী।

'চাকুরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ' শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণ-৬: "সরকারি চাকরির বিধানাবলি" শীর্ষক

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ১৫ই জুন, ২০২৫ তারিখ "সরকারি চাকরির বিধানাবলি" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৪০ (চল্লিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

'সরকারি চাকরির বিধানাবলি' শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও সরকারি চাকরির বিধানাবলি সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; "সরকারি নিয়োগ পদ্ধতি" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম; "কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোশাক ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির প্রাপ্যতা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব খিলফাত জাহান যুবাইরাহ; "ভবিষ্যৎ তহবিল ও কল্যাণ তহবিল" বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (গবেষণা, কর্মশালা ও ভাষা-জাদুঘর) জনাব শারমিন জাহান শিমুল; "নিয়োগ ও পদন্নোতির কমিটিসমূহ" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব শেখ শামীম ইসলাম; এবং "সরকারি গোপন আইন ১৯২৩" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী।

'সরকারি চাকরির বিধানাবলি' শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণ-৭: "চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ৩০শে জুন, ২০২৫ তারিখ "চাকুরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৫৯ (উনষাট) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

'চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ' শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও "চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ" সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; "সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ২০১৮" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন জনাব নুজহাত ইয়াসমিন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; "সরকারি যানবাহন ব্যবস্থাপনা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম; "সরকারি কর্মচারী নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা" প্রসঙ্গে

আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব খিলফাত জাহান যুবাইরাহ; "পেনশন" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব শেখ শামীম ইসলাম; এবং "সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা) ড. নাজনিন নাহার।

'চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ' শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন প্রতিবেদন

পৃথিবীর মাতৃভাষাসমূহ সংরক্ষণ, সুরক্ষা, গবেষণা, নথিবদ্ধ করা ও ভাষাগত উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এরই একটি কর্মোদ্যোগ হচ্ছে ভাষা জাদুঘর। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর সাধারণত রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ৯.৩০টা থেকে বিকাল ৪.৩০টা পর্যন্ত সকল শ্রেণির দর্শনার্থীর জন্য উন্মুক্ত থাকে। যে কোনো দর্শনার্থী এ জাদুঘরটি পরিদর্শন করতে পারেন। ১লা এপ্রিল, ২০২৫ হতে ৩০শে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত সর্বমোট ৪২ জন দর্শনার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। ভাষা জাদুঘর পরিদর্শনের পর দর্শনার্থীগণ জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি সংক্রান্ত মন্তব্য 'মন্তব্য' বইতে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। এ সমস্ত মন্তব্যসমূহের উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ উপস্থাপন করা হলো:

২৪শে এপ্রিল ২০২৫: ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)-এর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক সাদিয়া আফরিনসহ ২৩ জন শিক্ষার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'অসাধারণ তথ্য সমৃদ্ধ প্রদর্শনী। আমি এবং শিক্ষার্থীরা সমৃদ্ধ হলাম।'

২৪শে মে ২০২৫: গ্রিন মডেল টাউন মান্ডা, মুগদা থেকে মোঃ রানা ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'ভালো লেগেছে, আরোও ভালো হতো প্রতিটি ভাষা সৃষ্টির ইতিহাস এবং সন উপস্থাপন করলে।'

২৪শে মে ২০২৫: যশোর সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ শাহ্জাহান কবীর ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'অসাধারণ! প্রতিটি জেলায় জেলায় এমন কেন্দ্র থাকা উচিত।'

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস থেকে ২৩ জন শিক্ষার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন

২৫শে মে ২০২৫: বসিলা মোহাম্মদপুর থেকে ফাবিহা আফিফা ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'জ্ঞান অর্জনের ভালো একটি জায়গায় এসে অনেক ভালো লেগেছে।'

২৫শে মে ২০২৫: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রোমানা পাপড়ি ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন যে, এই জাদুঘরে ভাষার বৈচিত্র্য দৃশ্যমান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রোমানা পাপড়ি ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন

২৫শে মে ২০২৫: বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজের প্রভাষক কাজী মোসফিকা পারভীন ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'অসাধারণ কর্মযজ্ঞ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মেধা বিকাশে ব্যতিক্রমী অতুলনীয় দ্বীপ শিখা।'

২৫শে জুন ২০২৫: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক কবির আহমেদ ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'অসাধারণ ও নান্দনিক লেগেছে, বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত সমৃদ্ধ তথ্য আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে।'

২৫ শে জুন ২০২৫: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক মোঃ মহিউদ্দিন ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'ভাষাতাত্ত্বিক ইতিহাস জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে এক অনন্য সংযোজন।'

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজের প্রভাষক কাজী মোসফিকা পারভীন ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন

আমাই গ্রন্থাগার প্রতিবেদন

গ্রন্থাগার হল গ্রন্থের আধার বা জ্ঞান ভাণ্ডার, জ্ঞানের আশ্রয়স্থল। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিশ্বের সকল মাতৃভাষার বিকাশ, সংরক্ষণ, বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাকে জীবিত রাখার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গবেষণামূলক ও প্রকাশনা, সংরক্ষণ, প্রচারের কাজে সহায়তাকারী একটি বিশেষায়িত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশি-বিদেশি ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক, ভাষাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী পাঠক শ্রেণিকে সেবা প্রদান করে আসছে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের একাডেমিক গবেষণা কাজের সহায়তা করে আসছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ভাষা গবেষক তাদের চাহিদাভিত্তিক সেবা গ্রহণ করেন। যেমন- রেফারেন্স, বইয়ের আংশিক ফটোকপি, সরাসরি পুস্তক ধার সেবা গ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার শুধু ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক সংগ্রহে সীমাবদ্ধ নয়; এখানে ভাষাবিজ্ঞান ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ভাষার অভিধান, আন্তর্জাতিক মানের বিশ্বকোষ ও কোষগ্রন্থ, বাংলা সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ, সাময়িকী ও পত্রিকা। আমাই গ্রন্থাগারে ইংরেজি ও বাংলা ভাষার বইয়ের আধিক্য রয়েছে। একই সাথে আরবি, চাইনিজ, কোরিয়ান ভাষারও অল্প সংখ্যক পুস্তক রয়েছে। তবে বাংলা ইংরেজি বইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য মাতৃভাষা বইয়ের সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

গ্রন্থাগারটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ৫ম তলায় অবস্থিত। এ গ্রন্থাগার রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সাপ্তাহিক কার্যদিবসে সকাল ৯.৩০টা থেকে বিকাল ৪.৩০টা পর্যন্ত পাঠকের জন্য খোলা রাখা হয়।

আমাই গ্রন্থাগারে যে সব উল্লেখযোগ্য সেবা প্রদান করছে তা হলো:

১) পাঠক সেবা: গ্রন্থাগারে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুবিন্যস্ত ও সুপরিসর পাঠকক্ষ রয়েছে, যেখানে পাঠক বসে অধ্যয়ন করতে পারেন।

২) রেফারেন্স সেবা: শিক্ষা, গবেষণা বা দাপ্তরিক প্রয়োজনে প্রশাসন, নীতি নির্ধারক, পেশাজীবী, দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন দপ্তরকে বৈচিত্র্যধর্মী সংগ্রহ থেকে রেফারেন্স সেবা প্রদান করা হয়।

৩) গ্রন্থপঞ্জি সেবা: জাতীয় পর্যায়ের কোনো গবেষণার প্রয়োজনে বা অন্যান্য গবেষণার গুরুত্ব বিবেচনা সাপেক্ষে উপযুক্ত গবেষক ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত পর্যায়ের গবেষক ও পাঠককে গ্রন্থপঞ্জিমূলক সেবা প্রদান করা হয়।

৪) ফটোকপি সেবা: গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী গবেষক সদস্যদেরকে নির্ধারিত ফি প্রদানের মাধ্যমে বইয়ের আংশিক ফটোকপি সেবা প্রদান করা হয়।

৫) ইন্টারনেট সার্চ ও ই-মেইল ব্রাউজিং সেবা: আমাই গ্রন্থাগারের পাঠ কক্ষে সদস্যদের জন্য ইন্টারনেট ও ই-মেইল ব্রাউজিং এর জন্য WiFi সংযোগ সেবা দেওয়া হয়।

৬) ধার সেবা: আমাই গ্রন্থাগার হতে শুধুমাত্র নিবন্ধিত গবেষকগণ বই ধার হিসেবে নিতে পারেন, তবে কর্তৃপক্ষের বিশেষ নির্দেশক্রমে অন্যান্য ব্যক্তিরাও ধার সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

৭) ডিজিটাল সেবা: আমাই গ্রন্থাগারের নিবন্ধিত গবেষকদের প্রয়োজন অনুসারে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সকল সেবা দিয়ে থাকে।

সুবিশাল পাঠকক্ষের পাশাপাশি একটি রেফারেন্স কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে দেশ-বিদেশের বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বিশ্বকোষ, অভিধান, অ্যাটলাস ও অন্যান্য রেফারেন্স গ্রন্থ রয়েছে। পাঠক ও গবেষকদের নিবিড় পরিবেশে অধ্যয়নের সুবিধার্থে এটি একটি স্বতন্ত্র কক্ষ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে প্রায় ১৪,৩১৩টি বই সংরক্ষিত রয়েছে। এই চলতি বছরের ১লা এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সাধারণ পাঠকের পাশাপাশি ২৩৬ জন শিক্ষক ও গবেষক আমাই গ্রন্থাগার থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন।

আমাই কর্তৃপক্ষ এই গ্রন্থাগারকে একটি আধুনিক গ্রন্থাগার অর্থাৎ ডিজিটাল লাইব্রেরিতে রুপান্তকরণের পরিকল্পনা করছেন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগসমূহের সাথে আন্তঃসম্পর্ক গঠন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

১লা এপ্রিল, ২০২৫ থেকে ৩০শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত মোট ১১১ জন পাঠক এসেছেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগারে পাঠকসেবা নেওয়ার জন্য। আমাই গ্রন্থাগার পরিদর্শনের পর দর্শনার্থীগণ গ্রন্থাগার পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি সংক্রান্ত মন্তব্য 'মন্তব্য' বইতে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। এ সমস্ত মন্তব্য সমূহের উল্লেখযোগ্য কিছু অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হলো:

২০শে এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে জনাব জোবেদা খাতুন, অতিরিক্ত সচিব (অবঃ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন, "এ ইনস্টিটিউটে প্রায়শই আসি। অনেক অনেক বইয়ের কালেকশান। এক কথায় অসাধারণ। লাইব্রেরির কর্মীদের আচরণ, অভ্যর্থনা, পড়ার পরিবেশ অতিশয় সুন্দর। লাইব্রেরিটি এক কথায় অতিশয় সমৃদ্ধ।"

আমাই গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষের চিত্র

২২শে এপ্রিল, ২০২৫ মো: একরামুল হক, শিক্ষক, সাহাপুর দাখিল মাদ্রাসা, পীরগঞ্জ, রংপুর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন, "অর্থ ও জ্ঞান সমান নয়। জ্ঞানের শক্তির উৎকর্ষে বোধের জন্ম। সম্পদ লোভের আধার। বোঝা দরকার কোনটি বেশি প্রিয়।"

২৪শে এপ্রিল, ২০২৫ সাদিয়া আফরিন, জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে বলেন, "বিশেষ লাইব্রেরি হিসেবে তথ্যসমৃদ্ধ সংগ্রহ দেখে মুগ্ধ হলাম। শিক্ষার্থীরা বইয়ের সংগ্রহ দেখে মুগ্ধ হয়েছে।"

২৮শে এপ্রিল, ২০২৫ মো: নূরুল হাফিজ উপসচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ. শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন, "অদ্য আমাই লাইব্রেরিতে ভিজিট করলাম। লাইব্রেরির কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের কার্যক্রম ও তৎপরতা আশানুরূপ পাওয়া গেল। এই লাইব্রেরিটি জ্ঞানের আলো জ্বালাতে এবং জাতি গঠনে বিশেষ সহায়তা করতে পারে। আমি এই লাইব্রেরিটির সমৃদ্ধি কামনা করছি।"

বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ প্রতিবেদন

বাংলা ভাষাসহ পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার উন্নয়ন, সংরক্ষণ, গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ভাষার লিপি সংরক্ষণ ও প্রচারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ (৯ই ফাল্গুন, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ) তারিখে বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভে বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তলিপি, বিভিন্ন ভাষার লিপি, চারুলিপি এবং কবচ লিপিসহ বিভিন্ন সময়ের দেওয়াল লিখনের বর্ণনা রয়েছে। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ সরকারি ছুটির দিন ছাড়া সাপ্তাহিক কার্যদিবসে সকাল ৯:৩০টা থেকে বিকাল ৪:৩০টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে। 'বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভকে আরো পরিচিতিকরণের লক্ষ্যে জুন (২০২৫) মাসে মোট দুইশত পঞ্চাশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এপ্রিল ২০২৫ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত সময়কালে মোট ৬৫ জন দর্শনার্থী বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন করেছেন। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শনকারী দর্শনার্থীরা পরিদর্শন বইয়ে বিভিন্নভাবে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। নিম্নে দর্শনার্থীদের কিছু মতামত পাঠকদের উদ্দেশ্য তুলে ধরা হলো:

আরমা গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে তার মতামত প্রকাশ করেছেন, "অসাধারণ একটি আর্কাইভ পরিদর্শন করলাম। ভাষার জন্য জীবন দেওয়া বাংলাদেশ সুন্দর একটা আগামীর লক্ষ্য এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশায়।"

বুক পয়েন্টের প্রকাশক এম এ মুসাখান বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, "মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ দেখে আমি অভিভূত এবং নিজেকে সমৃদ্ধ করলাম। শিক্ষার্থী শিক্ষকসহ সকল শিক্ষানুরাগীদের পরিদর্শনের আহ্বান করছি।"

অতিরিক্ত সচিব (অবঃ) মো: সিরাজুল ইসলাম বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে তার মতামত প্রকাশ করেন, "দেশে একমাত্র এবং অসাধারণ বর্ণমালার আর্কাইভ। ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তন জানার জন্য প্রতিষ্ঠানটির পরিচিতি প্রচার করা যেতে পারে।"

নিয়োগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ১১-২০ গ্রেডের (পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) ০৮টি (আট) ক্যাটাগরির ১২টি (বারো) শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নিয়োগ প্রাপ্তদের মধ্যে গত ০৬ই এপ্রিল ২০২৫ তারিখে ০৭ (সাত) জন কর্মচারী যোগদান করেছে। অবশিষ্ট শূন্য পদে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান।

আমাই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কিত প্রতিবেদন

- ০৯ই এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে Moral Education Development Programme-এর আয়োজন করা হয়।
- ১২ই এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত এক্সোরা গ্রুপ কর্তৃক বাংলাদেশ ডিলার ডিপে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।
- ১৭ই এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত UNYSAB কর্তৃক 'কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপ' আয়োজন করা হয়।

- ২৮শে এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ কর্তৃক 'কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সম্ভাবনা ও করণীয়' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়।
- ০৪ঠা মে, ২০২৫ তারিখ দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত জাগ্রত সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক 'জাগ্রত সম্মাননা ২০২৫' আয়োজন করা হয়।
- ১১ই মে, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত ভয়েস ফর রিফর্ম কর্তৃক 'সেমিনার' আয়োজন করা হয়।
- ২৯শে মে, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হৃদয়ে বৈশাখ' আয়োজন করা হয়।
- ২৭শে জুন, ২০২৫ তারিখ দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ সেন্টার কর্তৃক 'Tilottma 87' আয়োজন করা হয়।
- ২৮শে জুন, ২০২৫ তারিখ দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত বাংলাদেশ রিসার্চ এনালাইসিস অ্যান্ড ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক (ব্রেইন) কর্তৃক 'স্মরণিকা প্রকাশ'-এর আয়োজন করা হয়।

বিক্রয়কেন্দ্রের প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা ও সুভ্যেনির বিক্রয়ের জন্য ২০২৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর আমাই বিক্রয়কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বিক্রয়কেন্দ্র (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে বিকাল ৪.৩০টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকে। বিক্রয়কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে - মাতৃভাষা পিডিয়া, অভিধান, অনুবাদ, ভাষা সংক্রান্ত গ্রন্থ, মাতৃভাষা পত্রিকা,স্মরণিকা, অন্যান্য।

২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন মাসে বিক্রয়কেন্দ্রের কার্যক্রম নিম্নরূপ

ক্রম	বিক্রিত প্রকাশনার নাম	প্রকাশনার সাল	বিক্রিত সংখ্যা
১.	মাতৃভাষা পিডিয়া ২য় খণ্ড আমাই মাতৃভাষাভিত্তিক ভাষা বৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষ	২০২৪	০১
২.	বাংলার শব্দ-মানচিত্র	২০২৫	০৪
৩.	ডোম জনগোষ্ঠীর ভাষা: ভোজপুরি-ডোমাই	২০২৪	০২
৪.	বাংলাদেশের খোট্টা উপভাষা	২০২৫	০৪
৫.	ঠার-বাংলা অভিধান	২০২৩	০২
৬.	বিশ্বসাহিত্যের সেরা গল্প	২০২৫	০১
৭.	কোচ (থার) অভিধান	২০২৪	০২
৮.	ঢাকাইয়া উর্দু-বাংলা অভিধান	২০২৪	০২
৯.	চাক বাংলা অভিধান	২০২৫	০১
১০.	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, চীনা, জাপানি ও কোরীয় ভাষায়)	২০২৩	০৩
১১.	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ফারসি ও তুর্কি ভাষায়)	২০২৩	০২
১২.	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, জার্মান, রুশ ও স্পেনীয় ভাষায়)	২০২৩	০১
১৩.	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, ফরাসী, ইটালী ও পর্তুগিজ ভাষায়)	২০২৩	১১
১৪.	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি, বাহাসা মালয়েশিয়া ভাষায়)	২০২৩	০৫
১৫.	মাতৃভাষা পত্রিকা বর্ষ ৯ম ও ১০ম	২০২৫, মাঘ ১৪৩১	১৩
১৬.	মাতৃভাষা পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ১-২	২০২৪, চৈত্র ১৪৩০	০২
১৭.	মাতৃভাষা পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ১-২	২০২৩, মাঘ ১৪২৭ -পৌষ ১৪২৮	০১
১৮.	মাতৃভাষা পত্রিকা বর্ষ ৪ সংখ্যা ১		০১
১৯.	মাতৃভাষা পত্রিকা বর্ষ ৪ সংখ্যা ২		০১
২০.	বৈষম্য-বিরোধী আন্দোলন-২০২৪ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন	২০২৫	১১
২১.	ভাষা তথ্য প্রতিবেদন সংগ্রহ পাবনা ও নেত্রকোনা	২০২৪	০১

প্রাপকের অবর্তমানে নিচের ঠিকানায়
ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো :

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি
১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
E-mail: imli.moebd@gmail.com, Phone: 88-02-8391346
Website: www.imli.gov.bd

প্রাপক

....

....

....

সম্পাদক: অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

নির্বাহী সম্পাদক: মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী

সহযোগী সম্পাদক: ড. নাজনিন নাহার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত ও বনর্নস কালার স্ক্যান প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত।